গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।

নথি নং-৬(২৯)এনবিআর/শুল্ক-৪/৯৪ তারিখ ঃ ১৭/১০/২০০২ ইং।

আদেশ

বিষয় ঃ রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রাপ্য বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে আদায় সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা।

লক্ষ্য করা গেছে যে, রপ্তানিমূখী বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণা জালিয়াতি, মালামাল খোলা বাজারে বিক্রি, ভূয়া রপ্তানি, স্টক লট, অডিট হতে উদ্ভুত দাবীনামা প্রভৃতিবিভিন্ন কারণে মূলতঃ রাজস্ব বকেয়ার উদ্ভব হয় । যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণা জালিয়াতি, খোলা বাজারে মালামাল বিক্রি, ভূয়া রপ্তানি ইত্যাদি কারণে বকেয়ার উদ্ভব ঘটে যে সকল প্রতিষ্ঠান বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা কোনক্রমেই দাবী করতে পারে না বা তাদের সেরূপ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না । তবে স্টক লট বা রপ্তানি আদেশ বাতিল, মালামালের গুনগতমান নষ্ট হওয়া তথা যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত কারণে পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পন্য/উৎপাদিত পণ্য বন্ডে রক্ষিত থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক-করাদি ফাঁকির কোন অভিযোগ বা মামলা না থাকলে কেবল তখনই কিস্তিতে বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের সুযোগ দাবী করা যেতে পারে ।

০২। এ সকল দিক বিবেচনায় যৌক্তিক কারণে সৃষ্ট বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের ক্ষেত্রে এখন থেকে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ/কমিশনারেট-এর কমিশনার নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করতে পারবেন ঃ

(ক) প্রতি মাসে একটি কিস্তি করে সর্বোচ্চ ১২টি সমান কিস্তিতে বকেয়া পরিশোধের সুবিধা দেয়া যেতে পারে;

(খ) মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ কোন অবস্থাতেই এক লক্ষ টাকার কম হবে না । কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য বকেয়া রাজস্বের মোট পরিমাণ ১ (এক) লক্ষ টাকার অথবা তার কম হলে সমুদয় বকেয়া এককালীনভাবে পরিশোধযোগ্য হবে।

(গ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বকেয়া রাজস্ব কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ গ্রহণ করবে এবং ২/১টি কিস্তি পরিশোধ করে পরবর্তীতে আর কোন কিস্তি সময়মত পরিশোধ করবে না তাদের কিস্তি সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ২০২ ধারা প্রয়োগ এর মাধ্যমে তাদের সকল কার্যক্রম স্থগিত রেখে সমস্ত বকেয়া রাজস্ব এককালীন আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিস্তি সুবিধা প্রদান করা হবে তাদের কিস্তি পরিশোধ এর বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে ।

(ইসমাইল হোসেন সিরাজী)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক ঃ রপ্তানি ও বন্ড)

প্রাপক ঃ

১। কমিশনার, কাস্টম হাউজ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/মংলা/বেনাপোল।
১। কমিশনার, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিন)/ঢাকা(উত্তর)/ চট্টগ্রাম/খুলনা/ যশোর/ রাজশাহী/সিলেট ।
৩। কমিশনার, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ৩৪২/১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।